

সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুলু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "সূরা কাহাফ খন্ড ৩"

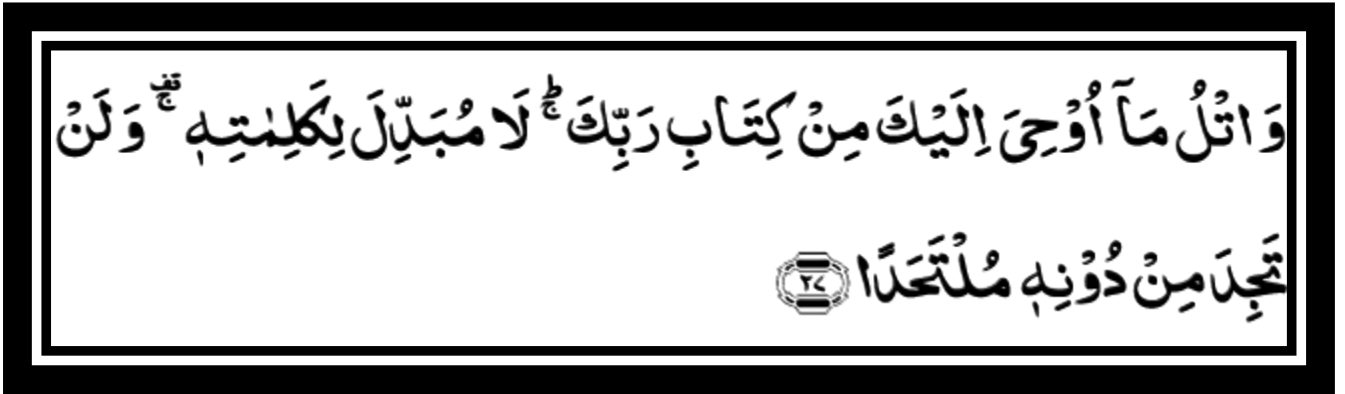
সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৩য় খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: "রাসূলের প্রতি উপদেশ। জালিমদের প্রতি সতর্কতা. মুমিনদের প্রতি সুসংবাদ।"

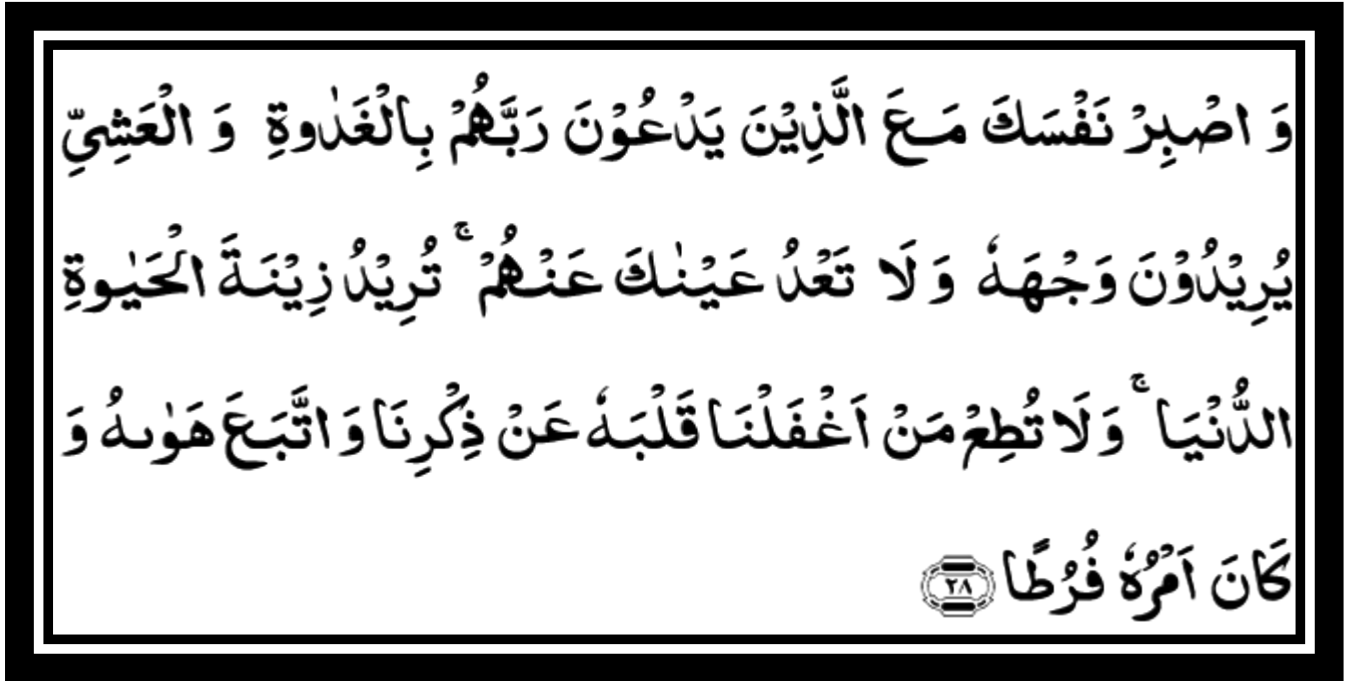
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. তোমার প্রতি তোমার প্রভুর প্রতি যে কিতাব অহি করা হয়েছে তুমি তা তিলাওয়াত করো।



আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে, কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয় স্থল পাবেন না। (সূরা কাহাফ ১৮:২৭)

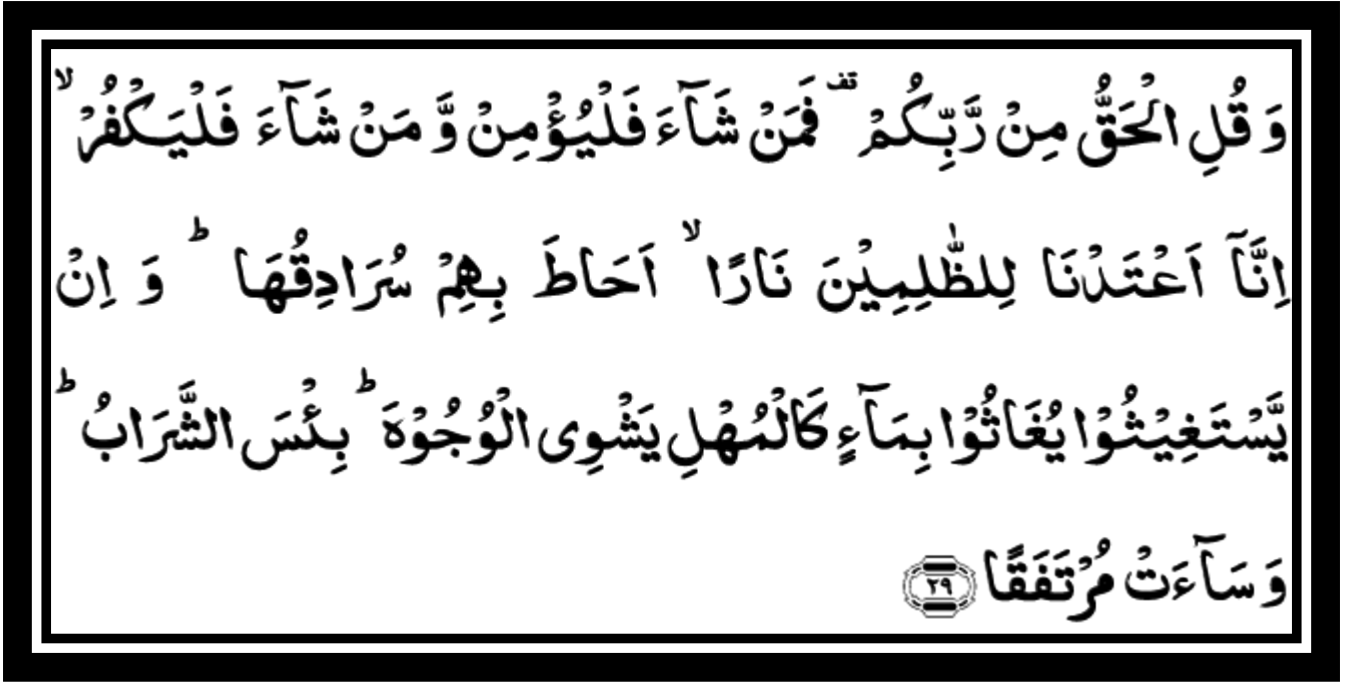
২. যারা সকাল ও সন্ধ্যা তাদের প্রভুকে ডাকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তুমি নিজেকে তাদের সাথে অবিচলভাবে জুড়ে রাখো।



আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। তুমি তার আনুগত্য করিও না-যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। (সূরা কাহাফ ১৮:২৮)

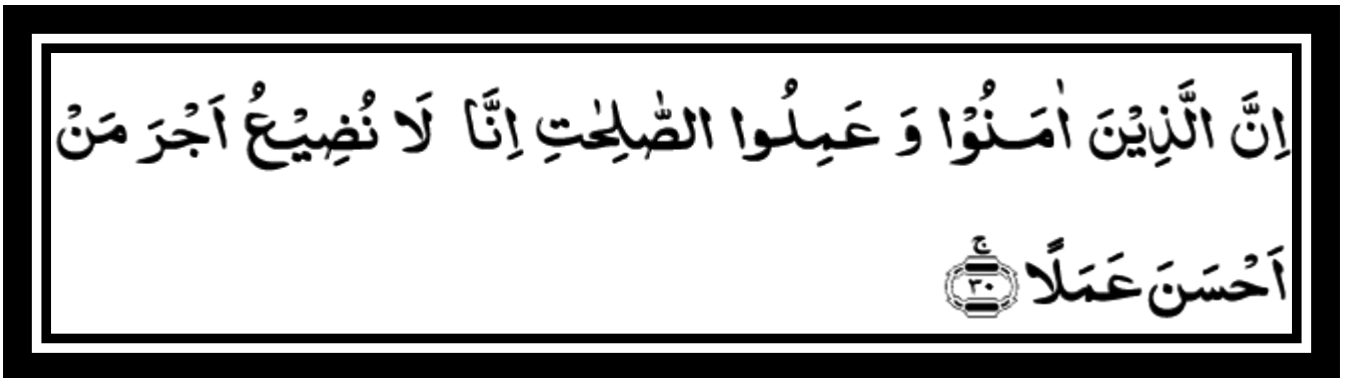
Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

৩. বলো: সত্য (আল-কুরআন) তোমাদের প্রভুর নিকট থেকেই এসেছে. সুতরাং যার ইচ্ছা ইমান অনুক, যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।



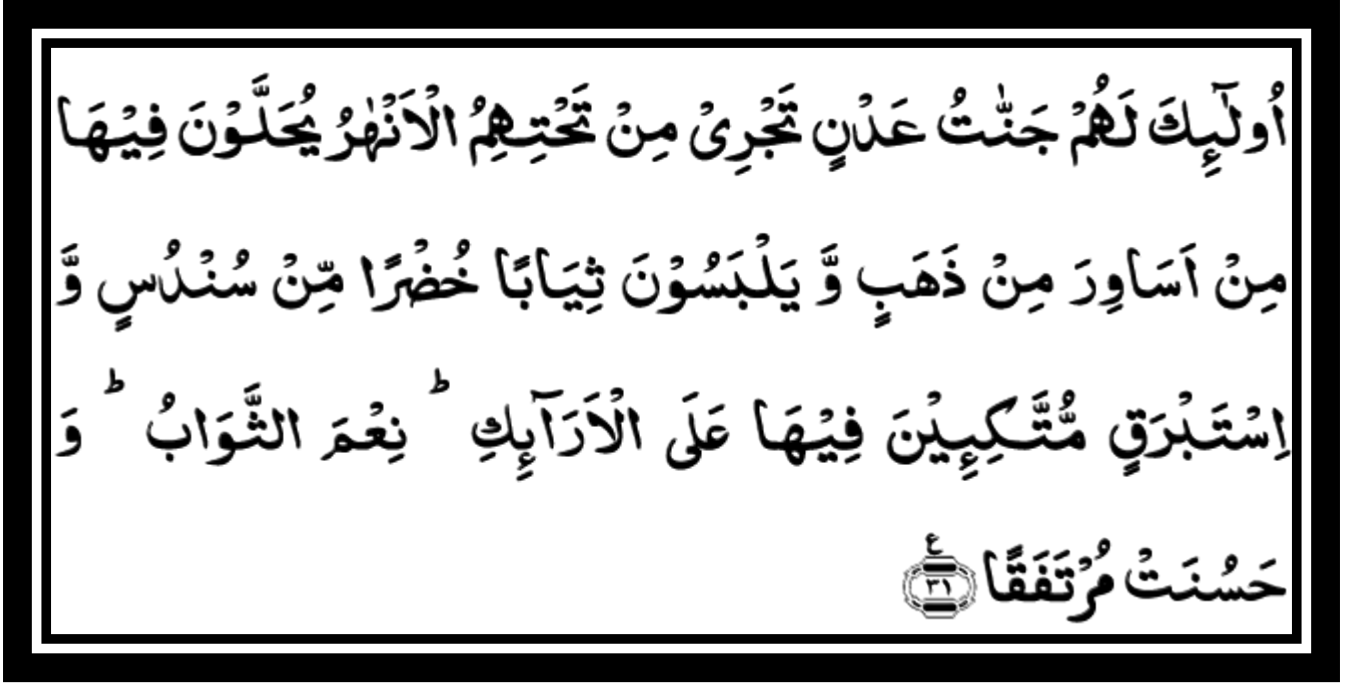
বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়। (সূরা কাহাফ ১৮:২৯)

৪. তবে যারা ঈমান আনবে এবং আমল করবে, তুমি আমলকারীদের কর্মফল আমরা কখনো বিনষ্ট করি না।



যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। (সূরা কাহাফ ১৮:৩০)

৫. তাদের জন্যে থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ সেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী নহর।



তাদেরই জন্যে আছে স্থায়ী জান্নাত । তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নদী, তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে । কত সুন্দর পুরস্কার এবং উত্তম আশ্রয়স্থল ! (সূরা কাহাফ ১৮:৩১)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন ঈমানের উপর আমরা দৃঢ়, অবিচল থাকি, আমলে সালেহ করি।

আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

আমাদের সহায় হোন ।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>